301678 - মানুষরে দুনয়িাবী জীবনে যা কছিু প্রয়োজন তা সবই ইসলামী শরীয়তে অন্তর্ভুক্ত

প্রশ্ন

ইসলামী শরীয়তে কি সকল রাজনতৈকি, সামাজকি ও অর্থনতৈকি বষিয়রে বস্তিারতি সমাধান রয়ছে? যদি এমন কোনো নতুন কছিু ঘটে যা ইসলামী শরীয়তে নইে, তাহলে কোন উৎস থকেে বষিয়টরি সমাধান গৃহীত হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদরে জন্য যে শরীয়ত (আইন) অবতীর্ণ করছেনে তা মানুষদরে আকীদা, ইবাদত ও লনেদনেরে যাবতীয় প্রয়োজনকে অন্তর্ভুক্ত কর।ে কারণ এটি চূড়ান্ত শরীয়ত, যা নয়িে শষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষরে কাছে প্ররেতি হয়ছেনে। তার পরে কোনো নবী নইে, তার শরীয়তরে পরে কোনো শরীয়ত নইে। এমনকি ঈসা আলাইহসি সালাম শষে যমানায় নামার পর এই শরীয়ত অনুসারে ফয়সালা করবনে।

যে ব্যক্তি কুরআন অনুধাবন করবে, সুন্নাহ পড়বে এবং ফকিহ ও সমসাময়কি মাসয়ালার বইসমূহ পড়বে, সে বষিয়টি নশ্চিতিভাবে জানতে পারব।ে

শরয়ি বধিানগুলো কুরআন-সুন্নাহতে হয়তো প্রত্যক্ষভাবে উদ্ধৃত হয়ছে।ে এর অধীনে শরয়িতরে বধিবিধিানরে মূলনীতসিমূহ ও মানুষরে খুঁটনিাটি যা কছিু প্রয়োজন হয় সগেুলোর অধকিাংশ বধিান অন্তর্ভুক্ত।

কংিবা বধিানগুলো প্রত্যক্ষভাবে বদ্যিমান নইে। কন্তিু, একজন ফকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ) অন্যান্য শরয়ি দলীলরে ভত্তিতিে এগুলোর বধিান জানতে সক্ষম হবনে। সইে অন্য দলীলগুলোর উদাহরণ হলো: সাহাবীদরে বর্ণনা, প্রত্যক্ষ বধিানগুলোর উপর কয়িাস, ইস্তসিহাব (আদি অবস্থা বহাল থাকা), মাসলহি মুরসালাহ, সাদ্দুয যারায়ে' (অনষ্টিরে পথরোধ করা)।

এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলছেনে:

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ

مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“(বলুন,) আমি কি তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো হুকুমদাতা খুঁজব? অথচ তিনিই তোমাদের কাছে বিস্তারিতভাবে কিতাব নাযিল করেছেন। আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, এটি সত্যিকারভাবে আপনার রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। অতএব, আপনি কিছুতেই সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।”[সূরা আন’আম: ১১৪]

এছাড়া আল্লাহ বলেন:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

“আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি; সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে।”[সূরা নাহল: ৮৯]

হাদীসে এসেছে: “তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটে নিয়ে যায় এমন প্রতিটি কাজের নির্দেশই আমি দিয়েছি। তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন প্রতিটি কাজ করতে আমি নিষেধ করেছি। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন রিযিকি আসতে দেরী হওয়ার অভিযোগ না করে। জিবরীল আমার অন্তরে ফুঁকে দিয়েছে যে, তোমাদের কেউ ততক্ষণ দুনিয়া থেকে বের হবে না যতক্ষণ সে তার রিযিকি পূর্ণ না করবে। সুতরাং হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং রিযিকি অনুসন্ধানকে সুন্দর করো। তোমাদের কারো রিযিকি আসতে দেরী হলে সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে সেটির অনুসন্ধান না করে। কারণ আল্লাহর অবাধ্যতা দিয়ে তার অনুগ্রহ পাওয়া যায় না।”[হাদীসটি ইবনু আবী শাইবা তার মুসান্নাফ (৩৪৩৩২) এবং হাকেম তার মুস্তাদরাক (৫/২) গ্রন্থে বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী ‘সহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীব’ (১৭০০) গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেছেন]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘শরয়ি বিধানসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত:

একটি ভাগ আছে যেটি শরীয়তপ্রণেতা দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“তোমাদের জন্য (খাওয়া) নিষিদ্ধ করা হয়েছে: মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত প্রাণী। ...”[সূরা মায়েদা: ৩] আয়াতটির শেষ পর্যন্ত।

অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ

“উল্লখিতি কয়কে প্রকার নারী ছাড়া অন্য সব নারীকে বয়িে করা তোমাদরে জন্য বধৈ করা হয়ছে।”[সূরা নসিা: ২৪] অর্থাৎ ঐ নারীদরেকে। এ ধরণরে উদাহরণ অনকে।

অন্য ভাগ হচ্ছে যা শরীয়তপ্রণতো নর্দিষ্টিভাবে সরাসরি ব্যক্ত করনেনি। কন্তিু, শরীয়তরে সাধারণ নীতি ও ব্যাপক দললিরে মধ্যে উল্লখে করছেনে। যহেতেু শরীয়ত সকল ইস্যুকে অন্তর্ভুক্তকারী সাধারণ। আর প্রত্যকে মাসআলায় আলাদা সরাসরি বক্তব্য প্রদান করা সম্ভবপর নয়। কারণ এর জন্য বহু কতিাবরে প্রয়োজন হবে; যগেুলো বহন করার জন্য বহু উট বা বহু গাড়ওি যথষ্টে হবে না।

কন্তিু কছিু সাধারণ মূলনীতি দয়ো আছ। আল্লাহর ইচ্ছায় তনিি তার যে সমস্ত বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করনে তারা শাখাগত একক মাসয়ালাগুলোকে সাধারণ মূলনীতরি অধভিুক্ত করতে সক্ষম হন। যমেন: “ক্ষতি করা নয়; পাল্টাপাল্টি ক্ষতি করাও নয়।” এই হাদীসটরি সহহি হওয়া নয়িে যদওি প্রশ্ন আছে তবে শরীয়তরে মূলনীতসিমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দয়ে। এই মূলনীতরি অধভিুক্ত হতে পারে এমন হাজার হাজার মাসয়ালা যগেুলোতে ক্ষতি বদ্যিমান এবং এমন আরও হাজারও মাসয়ালা যগেুলোতে পাল্টাপাল্টি ক্ষতি বদ্যিমান। যদওি সে মাসয়ালাগুলোর ব্যাপারে সরাসরি কোন বক্তব্য (নস) নইে।

উদাহরণস্বরূপ আমীরুল মুমনিীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদয়িাল্লাহু আনহুর যমানায় দুজন লোকরে মাঝে ববিাদ ছলি। একজনরে দুখণ্ড জমি ছলি। তার জমদ্বিয়রে মাঝখানে অন্যজনরে একটি জমি ছলি। দুইটি জমরি মালকি চাইল যে মাঝরে জমরি উপর দয়িে তার একজমি থকেে অপর জমতিে পানি প্রবাহতি করতে। কন্তিু মাঝরে জমরি মালকি এতে সম্মত হল না। সে বলল: ‘আমার জমরি উপর দয়িে তুমি পান প্রবাহতি করতে পারবে না।’ বষিয়টি আমীরুল মুমনিীন উমর ইবনুল খাত্তাবরে কাছে উত্থাপন করা হল। তখন তনিি জোরেপূর্বক তার জমরি উপর দয়িে পানি প্রবাহতি করার নর্দিশে দয়িে বললনে: ‘তোমার পটেরে (অথবা বললনে: পঠিরে) উপর দয়িে হলওে পানি প্রবাহতি করব।’ কারণ এই প্রতবিশেী তার জমরি উপর দয়িে পানি প্রবাহতি করতে অসম্মতি জানয়িে তার প্রতবিশেীর ক্ষতি করতে চয়েছেলি। নতুবা এই কাজে তার উপকারই ছলি। অর্থাৎ প্রবাহতি এই পানি দয়িে সে কছিু বপণ করতে ও চাষ করতে পারত। সুতরাং এতে উভয়রেই কল্যাণ নহিতি।’[লকিাউল বাবলি মাফতূহ (১৮/১২২) থকেে সমাপ্ত]

আমরা যে আয়াতগুলো উল্লখে করলাম সগেুলো থকেে বোঝা যায় যে শুধুমাত্র কুরআনইে মানুষরে যাবতীয় প্রয়োজনরে ববিরণ রয়ছে। আলমেদরে দৃষ্টতিে এর দুটো ব্যাখ্যা রয়ছে:

এক: কুরআনরে মধ্যে সুন্নাহ, ইজমা ও কয়িাস প্রমাণ হওয়ার বষিয় অন্তর্ভুক্ত হয়ছে। সুতরাং প্রত্যকে যে বধিান এ দলীলগুলোর মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে সগেুলোর ক্ষত্রেে এ কথা বলা সঠকি হবে যে: কুরআনে এর প্রমাণ রয়ছে।

দুই: কুরআনে কোনো না কোনো দিক থেকে বিধানটি অন্তর্ভুক্ত হওয়া। এমনকি কোনো কোনো মাসয়ালায় যদি সেটা البراءة الأصلية (আদি মুক্ততা) বহাল রাখার মাধ্যমে হয় তবুও।

যদিও এখানে আলোচনার বিষয় কুরআন সকল বিধি-বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করছে এ বিষয়টি সাব্যস্ত করা নয়; বরং এখানে আলোচনার বিষয় হচ্ছে শরীয়তের গ্রহণযোগ্য উৎসগুলো যাবতীয় বিধি-বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করছে সেটি বর্ণনা করা। তবুও দ্বিতীয় পয়েন্টের পক্ষে আল-রাযী (রহঃ) যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেটি আমরা এখানে অতিরিক্ত তথ্য হিসেবে উল্লেখ করছি। তিনি প্রথমে প্রথম মতটি উল্লেখ করে বলছেন যে সেটি অধিকাংশ ফকীহের মত।

আল-রাযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'কুরআন সকল উসূলী (মূলনীতি) ও শাখাগত (ফিকহী) জ্ঞানকে ধারণ করে না— তার এমন বক্তব্যের ব্যাপারে আমি বলব: উসূলের জ্ঞান এতে (কুরআনে) পুরোপুরি রয়েছে। কারণ মৌলিক দলীলগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর বিভিন্ন মাযহাবের মতামত ও মতভেদের বিস্তারিত উল্লেখ থাকার প্রয়োজন নেই।

আর শাখাগত জ্ঞানের বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে বলব:

এ বিষয়ে আলেমদের দু'টি মত রয়েছে:

প্রথম মত: তারা বলেন যে, কুরআন প্রমাণ করে যে ইজমা, খবরে ওয়াহিদ ও কিয়াস শরীয়তের প্রমাণ। সুতরাং প্রত্যেক যে মাসয়ালার পক্ষে এই তিনটি মূল দলিলের কোন একটি প্রমাণ করে সেটি কার্যত কুরআনে রয়েছে।

ওয়াহেদী রাহিমাহুল্লাহ এ কথার সপক্ষে তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন:

প্রথম উদাহরণ: ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন: 'আমি কেন তাকে অভিশাপ দিব না যাকে আল্লাহ তার কিতাবে অভিশাপ দিয়েছেন?' তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে নারী উল্কি আঁকে, যার গায়ে উল্কি আঁকা হয় এবং যে নিজে পরচুলা লাগায়, যে অন্যকে লাগিয়ে দেয়। বর্ণিত আছে এক মহিলা পুরো কুরআন পড়ার পর তার কাছে এসে বলেন: 'হে ইবনে উম্মে আব্দ! আমি গতরাতে দুই মোড়কের ভেতরে থাকা পুরো কুরআন পড়েছি। কিন্তু কোথাও উল্কি অঙ্কনকারী ও উল্কিগ্রহণকারীকে অভিশাপ দেওয়ার কথা পাইনি।' ইবনে মাসউদ বললেন: 'তুমি যদি পড়তে তাহলে পেয়ে যেতে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ "রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ করো।"[সূরা হাশর: ৭] আমাদেরকে রাসূল যা দিয়েছেন তার মাঝে এটাও রয়েছে যে: "আল্লাহ উল্কি অঙ্কনকারী ও উল্কি গ্রহণকারীকে অভিশাপ দিন।"

আমি বলব: আল্লাহর কিতাবে এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। কারণ আল্লাহ সূরা নিসায় বলেন: وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللهُ "তারা (মুশরিকরা) কেবল অবাধ্য শয়তানকেই ডাকে; যাকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন।" [সূরা নিসা:

১১৭, ১১৮] আল্লাহ শয়তানকে অভশিাপ দয়িছেনে। তারপর তার বশে কছিু মন্দ কাজরে ববিরণ দয়িছেনে। তন্মধ্যে একটি মন্দ কাজ হসিবেে উল্লখে করছেনে: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ "আমি অবশ্যই তাদরেকে আদশে দবি যার ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বকিৃত করবে।"[সূরা নসিা: ১১৯] উক্ত আয়াতরে প্রত্যক্ষ অর্থ দাবি করে যে, আল্লাহর সৃষ্টরি বকিৃতি করা অভশিাপ দয়োকে আবশ্যক কর।ে

দ্বতিীয় উদাহরণ: বর্ণতি আছে শাফয়েী রাহমিাহুল্লাহ মসজদিে হারামে বসে ছলিনে। তনিি বললনে: 'তোমেরা আমাকে যে বষিয়েই প্রশ্ন করবে আমি তার উত্তর কুরআন থকেে দবি।' এক লোক বলল: 'ইহরাম পরহিতি ব্যক্তি যদি ভীমরুল হত্যা কর,ে তার ব্যাপারে কী বলনে?' তনিি বললনে: 'তার উপর কোনো ক্ষতপিূরণ নইে।' লোকটা বলল: 'আল্লাহর কতিাবে এটি কোথায় আছ?ে' শাফয়েী বললনে: আল্লাহ তাআলা বলছেনে:

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ

"রাসূল তোমাদরেকে যা দয়িছেনে তা তোমেরা গ্রহণ করো"। তারপর তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে প্রতি সনদসহ বর্ণনা করনে: "তোমেরা আমার সুন্নত ও আমার পরে সত্যপথপ্রাপ্ত খলীফাদরে সুন্নত অনুসরণ করবে।" তারপর ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করলনে য:ে "ইহরাম পরহিতি ব্যক্তি ভীমরুলকে মারার অধকিার আছ।ে"

ওয়াহদেী বলনে: "তনিি আল্লাহর কতিাব থকেে তনি ধাপে উদ্ভাবন করে জবাব দলিনে।"

আমি বলব: এখানে আরও কাছরে একটি পদ্ধতি রয়ছেে। সটেি হচ্ছ:ে মুসলমিদরে সম্পদে মূল অবস্থা হচ্ছে হস্তক্ষপেরে উর্ধ্বে থাকা। আল্লাহ তাআলা বলনে: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ "সে যা (ভালো) উপার্জন করে তার সুফল তার প্রাপ্য, আবার যা (মন্দ) উপার্জন করে তার কুফলও তার প্রাপ্য।"[সূরা বাকারা: ২৮৬] তনিি আরো বলনে: وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ "তনিি তোমাদরে কাছে তোমাদরে সম্পদ চান না।"[সূরা মুহাম্মাদ: ৩৬] তনিি আরো বলনে: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ "তোমেরা পারস্পরকি সম্মতত িব্যবসা ছাড়া একে অপররে সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।"[সূরা নসিা: ২৯] সুতরাং আল্লাহ ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় মানুষরে সম্পদ খতেে নষিধে করছেনে। তাই ব্যবসা ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় মানুষরে সম্পদ ভক্ষণ করা মূল নষিধোজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকব।ে অতএব, এই ব্যাপকতার দাবি হচ্ছ,ে যে ইহরামকারী ব্যক্তি ভীমরুল হত্যা করলে তার উপর কোনো কছিু আবশ্যক হবে না। কারণ এই ব্যাপক বষিয়গুলো আঁকড়ে ধরা এক স্তরইে হুকুম আবশ্যক কর।ে ...

তৃতীয় উদাহরণ: ওয়াহদেী বলনে: ব্যভচিারী মজুররে হাদীসে বর্ণতি আছ:ে তার বাবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে এসে বলল: 'আমাদরে মাঝে আল্লাহর কতিাব অনুসারে বচিার করুন।' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: "আল্লাহর কসম! আমি তোমাদরে মাঝে আল্লাহর কতিাব অনুসারে বচিার করব।" তারপর তনিি ঐ মজুররে ক্ষত্রেে তনিি চাবুকাঘাত ও এক বছররে জন্য দশোন্তররে ফয়সালা করলনে। আর নারী যদি ব্যভচিাররে বষিয়টি স্বীকার করে তাহলে

তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার নির্দেশ দিলেন।

ওয়াহদী বলেন: কুরআনে চাবুকাঘাত ও দশোন্তরের কথা উল্লেখ নেই। এটি প্রমাণ করে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত ফয়সালা করেছেন সেটাই আল্লাহর কিতাব।

আমি বলি: এই উদাহরণ সত্য। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ "যাতে মানুষের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদেরকে পরিষ্কার করে বোঝাতে পারো।"[সূরা নাহল: ৪৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছুর বিবরণ দিয়েছেন তা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং এই উদাহরণসমূহের মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে কুরআন যেহেতু প্রমাণ করছে ইজমা প্রমাণ, খবরে ওয়াহদে প্রমাণ ও কিয়াস প্রমাণ, সেহেতু এই তিনটির মাধ্যমে যে বিধানই সাব্যস্ত হয়েছে তা মূল কুরআনের দ্বারাই সাব্যস্ত। এর মাধ্যমে আল্লাহর এই বাণীর যথার্থতা সাব্যস্ত হয়: مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ "আমরা কিতাবে কোনো কিছুই উল্লেখে করতে অবহলো করিনি।"

এটিই এই মতের মূলকথা। অধিকাংশ ফকীহ এই মতটি সমর্থন করছেন ...

দ্বিতীয় মত: এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কারো মত হচ্ছে কুরআন সকল বিধানের বিবরণকে অন্তর্ভুক্তকারী।

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে: সব ধরনের শরয়ী দায়িত্বের (তাকলীফ) ক্ষেত্রে মূল বা প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে ব্যক্তি এগুলো থেকে দায়মুক্ত থাকা। কারো দায়িত্বে কিছু আসার জন্য পৃথক দলীল প্রয়োজন। যে বিষয়ে কোনো দায়িত্ব বর্ণিত হয়নি, সে রকম কোনো প্রকারের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ যে সমস্ত বিষয়ে কোনো দায়িত্ব বর্ণিত হয়নি, সেগুলোর প্রকারভেদে অগণিত। আর অসীম পরিমাণের বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। বরং বিবরণ দিতে হয় এমন কিছুর যা সীমিত বা গণনা করা যায়।

যেমন ধরুন: আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের উপর এক হাজার দায়িত্ব আছে। তিনি কুরআনে তা উল্লেখ করেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই হাজার দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর বলেছেন: "আমরা এই কিতাবে কোনো কিছুই উল্লেখে করতে অবহলো করিনি।" তার অর্থ হচ্ছে সৃষ্টজীবের ক্ষেত্রে এই এক হাজারের পর আল্লাহর প্রতি আর কোনো দায়িত্ব নেই। তারপর আল্লাহ এই আয়াতকে জোরদার করে বলেছেন: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ "আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম।" [সূরা মায়েদা: ৩] তিনি আরো বলেছেন: وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ "যে আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তুটি আছে তাও একটি স্পষ্ট গ্রন্থে লিখিত রয়েছে।"[সূরা আন'আম: ৫৯] এই মতাবলম্বীদের ব্যাখ্যা এটাই। এর বিস্তারিত বিবরণের উপযুক্ত স্থান উসূলুল ফিকহের গ্রন্থ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।'[তাফসীরুর রাযী (১২/৫২৭, ৫২৮) থেকে সমাপ্ত]

বশিষে দ্রষ্টব্য:

আল্লাহর বাণী: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ "আমরা এই কতিাবে কোনো কছিুই উল্লখে করতে অবহলো করনি।"[সূরা আনআম: ৩৮] এর ক্ষত্রেে সঠকি মত হলো এর দ্বারা উদ্দশ্যে লাওহে মাহফুয, যখোনে তনিি সৃষ্টকিুলরে ভাগ্য লখিে রখেছেনে। আয়াতটরি তাফসীরে এটইি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহুমা থকেে বর্ণতি মত।

তবে দলীল পশেরে জন্য এই আয়াতরে পরবির্তে আল্লাহর নম্নিোক্ত বাণীই যথষ্টে:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

"আমি তোমার কাছে সবকছিুর সুস্পষ্ট বর্ণনা হসিবেে কতিাব (কুরআন) নাযলি করছে।ি"[সূরা নাহল: ৮৯]

দখেুন: তাফসীরু ইবনে জারীর (৯/২৩৪), তাফসীরু ইবনে কাসীর (৩/২৫৩), তাফসীরুস সা'দী (পৃ. ২৫৫)।

দুই:

যদি নতুন কোনো পরস্থিতিি সৃষ্টি হয় যার কথা আল্লাহ তাআলার কতিাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সুন্নাতে নইে, যমেন: চকিৎিসা, অর্থনীতি প্রভৃতি বষিয় যমেন: ইন-ভট্রিো ফার্টলিাইজশেন, জনেটেকি ইঞ্জনিয়িারিং, ডজিটিাল মুদ্রায় লনেদনে প্রভৃতি। তাহলে এই সমস্ত বষিয়রে হুকুম প্রদান করার জন্য আলমেরা কয়িাস, ইস্তম্বিাত (উদ্ভাবন), সাধারণ মূলনীতি প্রয়োগ এবং শরয়িতরে উদ্দশ্যেসমূহ ববিচেনা করে ইজতহিাদ করবনে।

বষিয়টি যমেনই হোক, আলমেদরে জন্য শরীয়ত অনুসারে এর বধিান উদঘাটন করা সম্ভব। এমনকি কোনো নকলী দলীল না থাকলে মৌলকি বধৈতা অথবা নষিধোজ্ঞার মূলনীতি ব্যবহার করার মাধ্যমে হতে পার।ে এমন কোনো মাসয়ালা নইে যার বধিান ইসলামী শরীয়তে নইে।

আরো জানতে দখেুন: শাইখ শাঙ্কীত্বীর 'তাফসীরু আদ্বওয়াউল বায়ান'-এ আল্লাহর এই আয়াতরে ব্যাখ্যা: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ "নশ্চিয়ই এই কুরআন সর্বাধকি সঠকি পথ দখোয়।"[সূরা ইসরা: ৯]

সারকথা হলো:

মানুষরে যাবতীয় বষিয়ে যে সমস্ত বধিি-বধিান প্রয়োজন হয়, শরীয়ত সগেুলোকে পরব্যিাপ্ত করছে।ে কারণ এটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনরে সর্বশষে শরয়িত, যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলনে:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।”[সূরা মায়েদা: ৩]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।